# <u>ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকার নামা</u>

আমি..........................................পিতা..............................মাতা.......................................... জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের .............................বিভাগ/দপ্তরে একজন.........................হিসেবে কর্মরত আছি, আমি এই মর্মে অঙ্গীকার প্রদান করিতেছি যে,

১. আমি অগ্রণী ব্যাংক কর্পোরেট গ্যারান্টির আওতায় হোলসেল সাধারণ **জমি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ/ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়িক্রয়/গৃহ মেরামত বাবদ** আমার নামে মঞ্জুরীকৃত ঋণের .........................(কথায়ঃ................................) ঋণ মঞ্জুরী পত্রে উল্লেখিত টাকা গ্রহণে সম্মত আছি।

২. আমি আমার গৃহীত ঋণের সম্পূর্ণ টাকা সুদ-আসলে মোট ২৪০ (দুইশত চল্লিশ) কিস্তিতে আমার মাসিক বেতন-ভাতাদি হইতে কিস্তির সমপরিমাণ অর্থ কর্তন করিবার ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে প্রদান করিতেছি।

৩. আমার অনুকূলে মঞ্জুরীকৃত মোট ঋণের উপর ৮% (আট শতাংশ) অথবা ব্যাংক বিধি মোতাবেক পরিবর্তিত হারে সরল সুদ প্রদানে বাধ্য থাকিব।

৪. ঋণ অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় আমি স্বাভাবিক নিয়মে/স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করিলে কিংবা চাকুরীচ্যুত (বরখাস্ত) হইলে ঋণের অবশিষ্ট টাকা সুদ-আসলে আমার আনুতোষিক/গ্রাচ্যুইটি, গোষ্ঠিবীমা, কল্যাণ তহবিল, প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ প্রাপ্য টাকা হইতে ব্যাংকের নিয়ম অনুসারে পুনঃনির্ধারিত হারে এককালীন পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিব। কোন আইনানুগ কার্যক্রম এই প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

৫. ঋণ অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় আমার মৃত্যু হলে ঋণের অবশিষ্ট টাকা ব্যাংকের নিয়ম অনুসারে পুনঃনির্ধারিত হারে সুদ-আসলে আমার আনুতোষিক/গ্রাচ্যুইটি, গোষ্ঠিবীমা, কল্যাণ তহবিল, প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ প্রাপ্য টাকা ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা হইতে এককালীন কর্তনের ক্ষেত্রে আমার নমিনী বা তাহার বা তাহাদের স্থলাবর্তীদের (ওয়ারিশগণ কর্তৃক) কোন বাধা গ্রাহ্য হইবে না এবং কোন আইনানুগ কার্যক্রম এই প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না। এমনকি ঋণ সুদ-আসলে পরিশোধ না হইলে কর্তৃপক্ষ আমার অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে ঋণ সুদ-আসলে আদায় করিতে পারিবে। ইহাতে আমার কোনও ওয়ারিশ কোনরূপ আপত্তি করিতে পারিবে না।

৬. ঋণ গ্রহণ পরবর্তী শিক্ষা/লিয়েন/গবেষণা/অসাধারণ বা অন্য কোন দীর্ঘকালীন (৬ মাসের ঊর্ধ্বে) ছুটিতে যাওয়ার পূর্বে গৃহীত ঋণ নিয়ামানুযায়ী সুদ-আসলে এককালীন পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিব। ঋণ চলাকালীন সময়ে প্রেষণে গেলে প্রেষণে অবস্থানকালীন প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণের প্রতি মাসের কিস্তির অর্থ নিয়মিত ভাবে প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিব। লিয়েন ছুটিতে গেলে ছুটিকালীন সময়ের কিস্তির সমপারিমাণ অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঋণ সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট হিসাবে এককালীন জমা করিব। পরবর্তীতে লিয়েন ছুটি বৃদ্ধি করিতে হইলে আবেদনের সহিত পূণরায় আবেদনকৃত ছুটিকালীন সময়ের সমুদয় কিস্তির সমপরিমাণ অর্থ জমা করিতে বাধ্য থাকিব। উল্লেখ্য, শৃঙ্খলা পরিপন্থি কাজের জন্য বাধ্যতামূলক ছুটি/সাময়িক অথবা স্থায়ী বহিষ্কারে ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে আমি বাধ্য থাকিব।

৭. ঋণ গ্রহণ এবং ঋণের টাকা পরিশোধের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত বর্তমান নীতিমালার সকল শর্ত পালনে আমি বাধ্য থাকিব। এছাড়াও এই নীতিমালায় কোন পরিবর্তন বা ভবিষ্যতে এতদসংক্রান্ত কোন নীতিমালা প্রণীত হইলে তাহার শর্তাদিও আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৮. অগ্রণী ব্যাংক লিঃ ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সম্পাদিত "রিভলভিং লোন হোলসেল জেনারেল হাউজ বিল্ডিং (রেসিডেন্সিয়াল)" চুক্তির কোন বিষয়ে সমস্যা দেখা দিলে বা প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তাহা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিস্পত্তিযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

এতদ্বারা আমি স্বেচ্ছায় এবং স্বজ্ঞানে এই অঙ্গীকারনামা অদ্য ......................... খ্রিঃ তারিখে স্বাক্ষর করিলাম।

ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর ঃ

তারিখ ঃ

বর্তমান ঠিকানাঃ

স্থায়ী ঠিকানাঃ

স্বাক্ষীবৃন্দের নাম, স্বাক্ষর ও ঠিকানা (স্বাক্ষীবৃন্দের মধ্যে ১ জন নমিনীর স্বাক্ষর থাকা বাঞ্ছনীয়)ঃ

১.

২.

৩.